বিপদ থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

বিপদ থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি

ভূমিকা:

কল্পনা করুন, গভীর অন্ধকার রাত, জনমানবহীন এক প্রান্তর, আর আপনার গলায় ঠেকানো আছে মৃত্যুর ধারালো তলোয়ার।বাঁচার কোনো রাস্তা নেই, পালানোর কোনো পথ নেই, চিৎকার করলেও শোনার কেউ নেই।বুকের ভেতর ভয়ের শীতল স্রোত বইছে, চোখের সামনে ভাসছে নিশ্চিত মৃত্যু, ঠিক সেই মুহূর্তে আসমান ফেটে যদি অলৌকিক সাহায্য নেমে আসে তবে কেমন হবে? আজ আমরা শুনবো এমন এক সত্য ঘটনা এবং শিখবো সেই গোপন আমল, যা পাঠ করলে সাক্ষাৎ আজরাইলের হাত থেকেও আল্লাহ তার বান্দাকে রক্ষা করেন।নড়েচড়ে বসুন, কারণ আজকের এই ভিডিওটি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আপনাদের সাথে আছি আমি– হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।আজ আপনাদের শোনাবো ইমানের এক

শিহরণ জাগানো গল্প এবং শিখিয়ে দেব বিপদ থেকে মুক্তির সেই শক্তিশালী চাবিকাঠি।

অধ্যায় ১: নির্জন পথের যাত্রী

মদিনার এক ধনাঢ্য বনিক ব্যবসার কাজে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ আর মনে ছিল আল্লাহর ওপর অটুট ভরসা।তিনি এমন এক পথ বেছে নিলেন যা ছিল অত্যন্ত নির্জন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত সেখানে খুব কম ছিল।মরুভূমির তপ্ত বালু আর রুক্ষ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে তিনি তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, চারদিকে কেবলই শূন্যতা আর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।বনিক জানতেন এই পথে ডাকাতদের উপদ্রব আছে, তবুও তিনি মনে সাহস রেখে পথ চলতে থাকলেন।দুপুরের সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর, তখন তিনি এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা অনুভব করলেন যা ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়।হঠাৎ করেই তার ঘোড়াটি থমকে দাঁড়াল, যেন সামনের কোনো অদৃশ্য বিপদ সে আগেই আঁচ করতে পেরেছিল।বনিক চারপাশ তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না, শুধু বুকের ভেতরটা অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।তিনি বিসমিল্লাহ বলে আবার ঘোড়া ছোটানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু ঘোড়াটি আর এক পা-ও নড়তে চাইল না।এই নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, বড় কোনো বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছে যা তার কল্পনারও বাইরে।

অধ্যায় ২: কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আক্রমণ

হঠাৎ করেই পাহাড়ের আড়াল থেকে ধুলো উড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর দস্যু বনিকের সামনে এসে হাজির হলো, যার হাতে ছিল চকচকে এক বিশাল তলোয়ার।দস্যুটির চেহারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত আর হিংস্র, তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিল।সে এসেই বনিককে ধমক দিয়ে ঘোড়া থেকে নামতে বলল এবং তার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়ার ঘোষণা দিল।বনিক শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমার সব সম্পদ নিয়ে নাও, কিন্তু আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে দাও।দস্যুটি অট্টহাসি দিয়ে বলল, আমি শুধু সম্পদই নিই না, আমি মানুষকে হত্যা করেও আনন্দ পাই, তাই আজ তোমার নিস্তার নেই।বনিকের কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে, মৃত্যুর ভয় তাকে গ্রাস করতে চাইছে। তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন, কিন্তু মাইলের পর মাইল ধূসর মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। দস্যুটি ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, ঠিক যেন কোনো ক্ষুধার্ত বাঘ তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসছে।এই সেই মুহূর্ত যখন মানুষের সব শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং কেবল আল্লাহর রহমতের আশা বাকি থাকে।

অধ্যায় ৩: মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান

বনিক বুঝতে পারলেন যে আজ তার জীবনের শেষ দিন হতে চলেছে, দস্যুর তলোয়ার তার ঘাড়ের খুব কাছে চলে এসেছে। তিনি দস্যুকে বললেন, আমাকে হত্যা করার আগে অন্তত শেষবারের মতো দুই রাকাত

নামাজ পড়ার সুযোগ দাও।দস্যু অবজ্ঞাভরে বলল, ঠিক আছে, তুমি নামাজ পড়ো, কিন্তু মনে রেখো এই নামাজ তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।বনিক দ্রুত ওজু করলেন, তার হাত-পা কাঁপছিল কিন্তু মনের ভেতর ঈমানের এক অদ্ভুত শক্তি অনুভব করলেন।তিনি জায়নামাজ হিসেবে নিজের চাদরটি মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে দাঁড়ালেন।দস্যুটি পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ারে শান দিতে লাগল আর বনিকের মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকল।বনিক যখন তাকবীরে তাহরিমা বাঁধলেন, তখন তার মনে হলো দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে।তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল, তিনি সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে এমনভাবে কাঁদলেন যেন তার আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। এই নামাজ ছিল এক বিদায়ী নামাজ, এক অসহায় বান্দার আর্তনাদ যা আসমানের আরশ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

অধ্যায় ৪: স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া আয়াত

নামাজের মধ্যে বনিক চেষ্টা করলেন কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিন্তু ভয়ের চোটে তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না।তিনি ছোটবেলা থেকে শেখা সমস্ত সুরা ভুলে গেলেন, এক অদ্ভুত মানসিক চাপ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।মৃত্যুর ভয় মানুষকে এতটাই অবশ করে দেয় যে, চেনা জানা সবকিছুই তখন অচেনা মনে হয়।তিনি বারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার জিহ্বা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে গিয়েছিল।দস্যু অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে বলল, তাড়াতাড়ি শেষ করো, আমার হাতে বেশি

সময় নেই, আমি এখনই তোমার শিরচ্ছেদ করব। বনিকের হৃদপিণ্ড তখন দ্রুত গতিতে চলছে, তিনি বুঝতে পারলেন শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনের গভীর থেকে একটি আয়াত বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল।আল্লাহ পাক যেন তার অন্তরে সেই আয়াতটি ঢেলে দিলেন যা ছিল বিপদ মুক্তির মহৌষধ। তিনি বুঝতে পারলেন, এই আয়াতটিই এখন তার একমাত্র অস্ত্র যা তাকে এই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে।

অধ্যায় ৫: আসমান কাঁপানো ফরিয়াদ

বনিক গভীর মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে শুরু করলেন, তার প্রতিটি শব্দ ছিল হৃদয় নিংড়ানো। তিনি দুনিয়ার সকল মোহ ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর নিজেকে সঁপে দিলেন।তার মনে হলো, আমার কোনো শক্তি নেই, আমার কোনো সামর্থ্য নেই, একমাত্র আল্লাহই আমার অভিভাবক। তিনি হাত তুলে মোনাজাত করলেন না, বরং সিজদারত অবস্থায় তার অন্তরের আর্তনাদ পেশ করলেন। মরুভূমির তপ্ত বালু তার চোখের পানিতে ভিজে কাদা হয়ে যাচ্ছিল।তিনি ডাকলেন সেই সত্তাকে যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করেন।দস্যু তার পেছনে দাঁড়িয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে অপেক্ষা করছিল কখন সে মাথা তুলবে।কিন্তু বনিকের সেই কান্না আর আকুতি এতটাই তীব্র ছিল যে, তা যেন আসমানের দরজাগুলোতে

আঘাত করছিল।প্রকৃতিও যেন থমকে গিয়েছিল এই অসহায় বান্দার বিচার দেখার জন্য।

অধ্যায় ৬: সেই অলৌকিক আয়াত ও আমল

অবশেষে বনিকের জবান খুলে গেল এবং তিনি সুরা নামল-এর ৬২ নম্বর আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন।তিনি পড়লেন, "আম্মাই ইউজিবুল মুদতাররা ইজা দা'আহু ওয়া ইয়াকশিফুস সু'আ" অর্থাৎ– "তিনি কে, যিনি অসহায় ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করে দেন?" এই আয়াতটি তিনি বারবার, বিরামহীনভাবে এবং পূর্ণ একীন বা বিশ্বাসের সাথে পাঠ করতে থাকলেন।তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল পর্বতের চেয়েও অটল।

তিনি জানতেন, এই আয়াত পাঠ করার পর আল্লাহ তার সাহায্য না পাঠিয়ে পারেন না।দস্যু তাকে মারার জন্য প্রস্তুত হলো, কিন্তু বনিকের তিলাওয়াতের এক অদৃশ্য শক্তি যেন দস্যুকে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য করল।তিনি থামলেন না, বরং আরো উচ্চস্বরে এবং আবেগের সাথে এই আয়াতটি পাঠ করতে থাকলেন।এটি ছিল এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধ, যেখানে অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল আল্লাহর কালাম।

অধ্যায় ৭: বিপদ মুক্তির গোপন সাধনা

(এই অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি বিপদ মুক্তির প্রমাণিত আমল)।এই ঘটনার আলোকে আমি আপনাদের সেই বিশেষ সাধনাটি শিখিয়ে দিচ্ছি যা বিপদের সময় ঢাল হিসেবে কাজ করে।

সাধনার নিয়ম: যখনই আপনি কোনো কঠিন বিপদে পড়বেন, যেখানে বাঁচার আশা নেই, তখন সাথে সাথে ওজু বা তায়াম্মুম করে নেবেন।যদি সময় না থাকে তবে যেই অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর ধ্যানে ডুবে যাবেন।এরপর প্রথমে ৩ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন।

তারপর সুরা নামল-এর ৬২ নং আয়াত: "আম্মাই ইউজিবুল মুদতাররা ইজা দা'আহু ওয়া ইয়াকশিফুস সু'আ" –এই আয়াতটি একটানা ৩১৩ বার অথবা বিপদ না কাটা পর্যন্ত বা এর অধিক সময় ধরে পাঠ করতে থাকবেন।পাঠ করার সময় চোখ বন্ধ করে কল্পনা করবেন যে, আল্লাহর নূরের একটি বেষ্টনী আপনাকে ঘিরে রেখেছে।এই আমলের শর্ত হলো, আপনার মনে ১০০% বিশ্বাস থাকতে হবে যে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এবং তিনি সাহায্য পাঠাচ্ছেন।এই সাধনা চলাকালীন কারোর সাথে কথা বলা যাবে না।ইনশাআল্লাহ, আমল শেষ হওয়ার আগেই আপনি গায়েবি সাহায্য দেখতে পাবেন।

অধ্যায় ৮: দিগন্তে রহস্যময় অশ্বারোহী

বনিক যখন এই আয়াত পাঠ করছিলেন, হঠাৎ মরুভূমির ধূলিঝড়ের মধ্য থেকে এক অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল।দূর দিগন্তে দেখা গেল এক অশ্বারোহী বিদ্যুতের গতিতে ছুটে আসছে।তার ঘোড়াটি ছিল ধবধবে সাদা এবং তার হাতে ছিল এক উজ্জ্বল বর্শা যা সূর্যের আলোতে ঝকঝক করছিল।দস্যু অবাক হয়ে সেই দিকে তাকাল, সে বুঝতে পারল না এই জনমানবহীন প্রান্তরে কোথা থেকে এই যোদ্ধা এল। অশ্বারোহীর আগমনের সাথে সাথে বাতাসের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল, এক অলৌকিক সুবাস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।বনিক তখনও সিজদায় পড়ে আয়াতটি পাঠ করে যাচ্ছিলেন, তিনি জানতেন না তার পেছনে কী ঘটছে। দস্যু ভয় পেয়ে গেল, কারণ আগন্তুক অশ্বারোহীর চেহারায় এমন এক জৌলুস ছিল যা সাধারণ মানুষের থাকে না।সেই অশ্বারোহী চোখের পলকে তাদের কাছাকাছি চলে এল।এটি ছিল আল্লাহর ওয়াদা পূরণের মুহূর্ত, অসহায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার মুহূর্ত।

অধ্যায় ৯: জালিমের পতন ও অলৌকিক উদ্ধার

মুহূর্তের মধ্যেই সেই রহস্যময় অশ্বারোহী দস্যুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং কোনো কথা না বলেই তার হাতের বর্শা দিয়ে দস্যুকে আঘাত করল।দস্যুটি চিৎকার করার সুযোগও পেল না, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং সেখানেই তার মৃত্যু হলো।বনিক আওয়াজ শুনে সিজদা থেকে মাথা

তুললেন এবং দেখলেন তার হত্যাকারী দস্যু এখন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই নূরানী অশ্বারোহী, যার শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।বনিক ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? কোথা থেকে এলেন আমার এই বিপদের সময়?" অশ্বারোহী মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "আমি আল্লাহর এক ফেরেশতা।তুমি যখন প্রথমবার দোয়া করেছিলে, তখন আমি প্রথম আসমানে ছিলাম। যখন দ্বিতীয়বার কেঁদেছিলে, তখন দ্বিতীয় আসমানে ছিলাম।আর যখন তুমি ওই আয়াতটি পাঠ করে চূড়ান্ত ভরসা করেছিলে, তখন আল্লাহ আমাকে আদেশ দিলেন তোমাকে রক্ষা করার জন্য।'

অধ্যায় ১০: কৃতজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় নতুন জীবন

বনিক এই কথা শুনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় আবারও সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।তিনি বুঝতে পারলেন, দুনিয়ার কোনো শক্তিই আল্লাহর শক্তির সামনে টিকতে পারে না।ফেরেশতাটি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, রেখে গেল এক চিরস্থায়ী শিক্ষা।বনিক তার সম্পদ এবং জীবন নিয়ে সহি সালামতে মদিনায় ফিরে এলেন। এই ঘটনার পর তিনি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ফেললেন, তিনি বুঝতে পারলেন সম্পদের চেয়ে ইমানের শক্তি অনেক বেশি।তিনি মানুষকে এই আয়াতের ফজিলত এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের কথা শোনাতে লাগলেন।এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিপদ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহর রহমত তার চেয়েও

বড়।যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আসমানের দরজা মুমিনের জন্য খুলে যায়।

উপসংহার:

প্রিয় দর্শক, আজকের এই ঘটনা কোনো রূপকথা নয়, এটি ইমান ও আমলের শক্তির এক জীবন্ত দলিল।আমাদের জীবনেও এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন আমরা দিশেহারা হয়ে যাই, তখন হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই আমলটি করবেন।মনে রাখবেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কখনোই একা ছেড়ে দেন না, যদি বান্দা তাঁকে ডাকার মতো ডাকতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে আগামী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন।

মেগাক্লাস এর ১২ টি টপিক (এডভার্টাইসমেন্ট)

আমাদের আসন্ন মেগাক্লাসে যে ১২টি গোপন ও শক্তিশালী আধ্যাত্মিক বিষয়ে শেখানো হবে, তা নিচে দেওয়া হলো:

১. ডাকাত বা ছিনতাইকারীর কবলে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে আত্মরক্ষার বিশেষ কুরআনি আমল।

২. আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অপমৃত্যু থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করার গোপন নকশা।

৩. মিথ্যা মামলা, জেল-জুলুম বা প্রশাসনের হয়রানি থেকে মুক্তির পরীক্ষিত তাওয়িজ ও তদবির।

৪. শত্রুর অস্ত্র বা আঘাত যাতে আপনার শরীরে না লাগে, তার জন্য শরীর বন্ধ করার 'বজ্র আঁটুনি' মন্ত্র।

৫. জনমানবহীন স্থানে বা গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললে পথ খুঁজে পাওয়ার রুহানি দিকনির্দেশনা।

৬. ব্যবসায়িক সফরে বা বিদেশ যাত্রায় টাকা-পয়সা ও জান-মাল নিরাপদে রাখার 'হিফাযত' আমল।

৭. আগুন, পানি বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা লাভের দোয়া।

৮. কোনো জালেম বা শক্তিশালী ব্যক্তি ক্ষতি করতে চাইলে তার মুখ ও হাত অকেজো করে দেওয়ার আমল।

৯. গভীর রাতে একাকী চলাচলের সময় ভয় দূর করা এবং সাহসের সাথে গন্তব্যে পৌঁছানোর উপায়।

১০. সুরা নামল-এর ৬২ নং আয়াতের মোয়াক্কেল বা ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য পাওয়ার গোপন রিয়াজত।

১১. কিডন্যাপ বা অপহরণ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং নিখোঁজ ব্যক্তিকে সহি-সালামতে ফিরিয়ে আনার তদবির।

১২. যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি বা 'ডু অর ডাই' মোমেন্টে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গায়েবি ইশারা বা সাহায্য লাভের পদ্ধতি।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732